রক্ত-জবা

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ,

বিরচিত

প্রকাশক

ভাষা-পরিষৎ লিমিটেড

পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা

এবং

মুদ্রাযন্ত্র পরিচালক

২৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ,
২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস,
১২।১, চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সর্ব্বশক্তি প্রদায়িনী,

সর্ব্বংসহা পৃথিবির প্রতিমূর্ত্তি

আমার

এই মনুষ্য জন্মের বিধাত্রী,

এবং

জন্মজন্মান্তরের অনন্ত-বন্ধন-খণ্ডন-কারিণী,

প্রেম ও ভক্তিরসের অনন্ত উৎস-স্বরূপিণী,

'গুরোরের মহাগুরু'

জননীর

শ্রীচরণকমলযুগলে

এই

রক্ত-জবা

অর্পণ

করিলাম।

ভূমিকা

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে "কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকার মুখপত্রে যে কবিতাগুলি পর পর প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই কতকগুলি রক্তজবার আকারে গ্রথিত হইল।

বিগত, স্বদেশী আন্দোলনের শেষ মুহূর্ত্তে, এই কবিতাগুলি নির্ব্বাণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির অনলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বিনির্গত হইয়াছিল। আবার এই মৃতকল্প জাতির প্রাণে যে অভিনব স্পন্দনের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, উহা সেই বিলুপ্ত শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। এই শক্তি—ভগবতী, অপরাজিতা। অগ্নি-সংযোগে অঙ্গার যেমন মলিনত্ব পরিহার করে, এই ঐশীশক্তির সংযোগে জড় জীবদেহও চৈতন্য প্রভায় সেইরূপ দীপ্তি পাইতে থাকে। আবার এই জড়কল্প জাতির সেই অগ্নিসংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। ইন্ধনে প্রবেশপূর্ব্বক অগ্নি যেমন উহার যত অসারত্ব ভস্মীভূত করিয়া, শুধু শক্তিটুকু লইয়া অসীমে বিলীন হয়, সেইরূপ এই ভগবতী শক্তিও, এই বিশাল জনসংঘের সমস্ত অসারত্ব ভস্ম করিয়া দিয়া, শুধু সারটুকু লইয়া অমৃতত্বে প্রয়াণ করিবে। অলমতিবিস্তরেণ—

গ্রন্থকার

সূচী

রক্ত-জবা

আবাহন

স্বর্ণ-সিংহাসন শূন্য করি
ভারতী ভারত ছাড়ি
গিয়াছে চলিয়া।
এস, কোটী কণ্ঠ মিলি ডাকি তাঁ'রে,
আনি ফিরাইয়া।

এ তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি,
এ সাম্রাজ্যে তিনি মহারাণী ;
আজি তাঁহারি ভারভ তাঁরে
দিব ফিরাইয়া।

এস, মা, ভারতেশ্বরি,
এসগো, স্বদেশে ফিরি,
এসগো, এসগো, ফিরি ;
আজি ব্যাকুল ভারত পুনঃ
তোমারি লাগিয়া ।

এইটী এবং পরবর্ত্তী কবিতাটী—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হাজারিবাগ কলেজে অধ্যয়ন কালে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে রচিত ও গীত হইয়াছিল ।



"যদি তুমি ফিরে আস মা"

আগেরি মতন
সকলি রয়েছে,
শুধু তুমি হেথা
নাই মা!

হিমাদ্রি অচল
রয়েছে পড়িয়া,
ঐ বিন্ধ্যাচল
পড়েছে ঢলিয়া,

শতদ্রু বিপাশা,
সিন্ধু ভাগিরথী,
সকলি তোমারে
ডাকে মা।

শতকোটী পুনঃ
ভারত সন্তান,—
আধেক পরাণ,
আধ আধ জ্ঞান,

লুপ্ত নহে শক্তি;
সুপ্ত হয়ে আছে ;
তুমি ফিরে এলে
জাগিবে তা'রা।

ওঙ্কার ঝঙ্কারি
উঠিবে অম্বরে,
জাগিবে ব্রাহ্মণ
সে গম্ভীর স্বরে ;

ছুটীবে ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য দলে দলে,
ছাইবে মেদিনী
ভূজবীর্য্য বলে,

রণ-পণ্য-পোত
কত শত শত,
নাচিবে সাগর
বক্ষে লয়ে কত !

বানিজ্য-সম্ভার-
ভরা ভূমণ্ডলে
ভারতের জয়
গাহিবে সকলে ;

স্থমেরু, কুমেরু,
কান্তারে পাথারে,
বিজয় পতাকা
হিমাদ্রি শিখরে

উড়িবে গৌরবে
প্রতি সৌধ শিরে,—
হইবে শিঞ্জিত
বক্ষের রুধিরে,
করিবে সজীব
বিলুপ্ত গরিমা !

জাগিবে, জাগিবে,
ভারত জাগিবে,
জ্ঞান বিজ্ঞানের
আলোক প্রভাবে

আঁধার ভারত
আবারো হাসিবে
যদি তুমি ফিরে
আস মা।

লহ করে তুলি
সেই রুদ্র বীণা,
দেহ দূর করি
এ মোহ মূর্চ্ছনা,

চেতাও পরাণ
অমৃত সিঞ্চনে,
মুছিয়ে ফেল, মা,
মুখের কালিমা।

১৩১৬ সালে ৭ই শ্রাবণ কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

স্বাধীনতা

আমি স্বাধীনতা
দেবের দুর্লভ,
মানবের তাহে
শুধু অধিকার ;

আমি মহাশক্তি,
আমি ভক্তি, মুক্তি,
ভক্তের হৃদয়ে
বসতি আমার ।

উদার অসীম
অনন্ত অম্বরে,
সুনীলে শ্যামলে
কান্তারে পাথারে,
নিত্য বিরাজিত
মূরতি আমার।

যদি ভালবেসে,
কেহ কাছে আসে,
দেখাই তাহারে
সে রূপ আমার।

দরশে পরশে
কাটে মোহ-পাশ,
কে দেখিবি তোরা
আয়, আয়, আয়!

কভু মৃত্যুমুখে
নৃত্য করি রঙ্গে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে
কভু শৈল শৃঙ্গে,

বায়ু উল্কাপাত,
বজ্র শিখা ধরে'
অশনির মুখে
ছাড়ি হুহুঙ্কার

অত্যাচার অবিচার,
আমি রে সকল,
অচল অটল
আমি হিমাচল,

ভক্তের হৃদয়ে
মৌনী হয়ে রই,
কভু সিংহ-নাদে
মেদিনী কাঁপাই,

রক্ত-গঙ্গা মাঝে
কভু করি স্নান,
কঙ্কাল মালিনী
কভু মোর নাম ;

আমি মহাশক্তি,
আমি ভুক্তি মুক্তি
জীবন মরণ
সকলই আমার ।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৬

অশোক বনে সীতা

(হনুমানের সীতা-সন্দর্শন)

দেখিলাম, মা আমার
বৃক্ষমূলে নিরানন্দা
বিরস বদন।
দুরন্ত চেড়ীরা ঘেরি
করে নির্যাতন!

উপবাস-কৃশা মৌনী
একবেণী তপস্বিনী
ধূলায় ধূসর অঙ্গ
ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন

কি ব্রত ধরেছ, মাগো,
করিতে লঙ্কার নাশ,
দারুণ প্রয়াস হেরি
সুরাসুর প্রায় ত্রাস।

ভাবি ভাবী লোকক্ষয়,
ধরিত্রী ব্যথিতা হয়,
হায় রে, জগত-লক্ষ্মী—
বিষণ্ণ মলিন!

ক্ষীণ চন্দ্রলেখা পারা,
মলিন বসন পরা,
ছা'য়ে ঢাকা প্রলয়ের
যেন রে আগুন।

নাশিতে রাক্ষস পুরী,
যেন শম্ভু ত্রিপুরারী,
মহাক্রোধে কালনেত্রে
করিছে ঈক্ষণ।

মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস,
মুহুর্মুহু হা হুতাশ
যেন রে প্রলয়োচ্ছ্বাস
'হা, রাম লক্ষণ' বলি
করিছে গর্জ্জন ;

যেন মণি হারা ফনী
যেন কাল ভুজঙ্গিনী
কভু গর্জ্জে কভু তর্জ্জে
কভু ক্রোধে বসুন্ধরা
করে রে দংশন।

দুষ্ট রক্ষ কারাগারে
বাঁধিয়া রেখেছে তা'রে,
দুরন্ত চেড়ীরা মিলি
করে নিপীড়ন।

ভীতা কুরঙ্গিণী প্রায়,
সভয়ে চকিতে চায়,
প্রিয়জন কে কোথায়—
কারে না দেখিতে পায় ;
দেখে শুধু, চারি ভিতে,
বিকট দশন !

মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে,
যেন চন্দ্রলেখা ভূমে,—
'হা, রাম লক্ষ্মণ' কোথা
রহিলে এখন !'

হায় রে, জগত লক্ষ্মী
ভাসে দুঃখে রক্ষপুরে।
গলে রে, ব্রহ্মাণ্ড গলে
শুনি সে ক্রন্দন !

হেরিয়া মায়ের দুঃখ
রামভক্ত গলে' যায়,
নীরবে বৃক্ষের 'পরে
করে রে ক্রন্দন।

২১, শ্রাবণ, ১৩১৭

"জয় মা জনমভুমি"

দেবতা তোমার করে জয় গান,
জয়, জয়, জয়, জয় মা আমার,
জয় মা জনমভূমি !

অমর-কণ্ঠে উঠিছে ঝঙ্কার,
ত্রিভুবন গায় মহিমা তোমার,
জয়, জয়, জয়, জয় মা আমার,
জয় মা জনম ভূমি !

রবি শশী গলে দোলে রত্ন-হার,
মন্দাকিনী ঢালে করুণা অপার,
ফল-পুষ্প যা'র সুধার আধার,—

গন্ধ-বহ বহে নন্দন-মন্দার,
সে ভারত ভূমে জনম আমার,
জয় মা জনম-ভূমি !

কোটী কোটী কণ্ঠে উঠিছে ঝঙ্কার,
রবি শশী করে আরতি তোমার,
জাগো মা, জাগো মা, জাগো মা আমার,
জাগো মা জনম ভূমি ।

রূপচ্ছটা যা'র কোটী সূর্য্য জিনি'
চন্দ্রমা জিনিয়া অঙ্গের লাবনি ;—
অট্ট অট্ট হাস, দিগম্বর বাস,
জয় মা জনম-ভূমি !

কভু উলঙ্গিনী নৃমুণ্ডমালিনী,
রাজরাজেশ্বরী, কভু কাঙ্গালিনী,
কভু রণবেশে নৃত্য কর রঙ্গে,

কভু বা শ্মশানে ভূতগণ সঙ্গে,
এ কি খেলা তোর, জননি আমার,
জয় মা জনম ভূমি !

কভু যোগনিদ্রা অনন্তশয়নে,
কখন মগন কপট স্বপনে,
কি কপট ঘোর ভাঙ্গে নাকি তোর—
জাগো মা জনম ভূমি।

২৮, শ্রাবণ, ১৩১৬

কর্ম্মযোগির গান

ভারত ভূমি
মোর জন্মভূমি—
এ যে, ভোগ-ভূমি নয়,
মহা কর্ম্মভূমি।

মোক্ষ-ফল হেথা
কর্ম্ম-বৃক্ষে ফলে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম
চতুর্ব্বর্গ মিলে ;

সামান্য এ দেশ
নয় রে কখন,—
দেবের দুর্লভ
মোর জন্মভূমি।

ভারতের এই
চন্দ্রাতপ তলে
কত কর্ম্ম-যোগী
এসে কুতূহলে,

করেছে সংগ্রাম!
কত হরি নাম
করেছে প্রচার!
সেই জন্মভূমি

ভারত আমার,
এখনো বক্ষেতে
সাধু-পদ রেণু
করে রে ধারণ।

কত কোটী কণ্ঠে
'জয় সীতারাম'
কত কোটী কণ্ঠে
উঠে হরিনাম ;

কত কোটী প্রাণ
চাহি ভগবান,—
অন্নাভাবে হায়,
ত্যজে রে পরাণ!

ভিখারী আসিয়া
মুষ্টি ভিক্ষা তরে,
'ভিক্ষাদাও' বলি'
ডাকিছে দুয়ারে ;

সুমধুর স্বরে
গাহি হরি নাম,
দ্বারে দ্বারে ঘুরি
শিখায় নিষ্কাম,—

সে যে অন্য দেশে নয়,
এই দেশে হয়,
এ যে রে করমভূমি।

কে বলিতে পার,-
বল রে কোথায়,
গৃহস্থ বালিকা
দ্বারে ছুটে যায়

'ভিক্ষা লও' বলি'
ডাকিছে সাদরে,
মিষ্ট ভাষে তুষ্ট—
করে দেবতায়

শৈশব হইতে
ত্যাগ ভাণ্ড হাতে
জননীর সাথে
শিখে কর্ম্মযোগ।

সে যে, অন্য দেশে নয়—
শুধু এই দেশে হয়!
তা'রা হত সবে—
বীর প্রসবিণী।

এ ভারত ভূমি
মোর জন্মভূমি
অমৃতের দ্বার—
জননী আমার।

৪, ভাদ্র, ১৩১৬



মাতৃভাষা

যা'রা মা স্বাধীন, তা'দের মন্দিরে,
চির দিন ওগো বসতি তোমার।
ব্রহ্মময়ী বাণি, জগত জননি,
তুমি স্বাধীনতা, জননী আমার।

মানবের কণ্ঠে ভাষা হয়ে ফুট,
কৃপাণের মুখে ঝনঝনি' উঠ,
কভু রণক্ষেত্রে ছাড় হুহুঙ্কার,
মুক্তির বারতা করহ প্রচার,

মেঘের মাঝারে বিজলী উছলে,–
বজর-গম্ভীর নিনাদ তোমার।
মোরা পরাধীন, হারয়েছি হায়,
হায়, জননি গো সেই অধিকার।

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে মন্দির দুয়ার,
ধূলায় লুটায় মূরতি তোমার,
অনার্য্য অস্ফুট শব্দ স্পর্শে আজ,
হয়েছে দূষিত কণ্ঠ সবাকার।

বিলীন হইল কণ্ঠে বেদ গান,
ভুলিল ব্রাহ্মণ সে মধুর তান,
ব্রহ্ম বীর্য্য তেজ হ'ল অবসান,
পিশাচ পেচক করিছে চীৎকার।

স্বর্ণ সিংহাসন শূন্য পড়ে আছে,
ধূপ দীপ শিখা নিভিয়া গিয়াছে,
বিজয় শঙ্খ হয়েছে নীরব—
হয়েছে আঁধার মন্দির তোমার।
মুক্তিময়ী বাণি বিশ্বের জননি,
জাগো, জাগো, কণ্ঠে জাগো মা আমার।

১১, ভাদ্র, ১৩১৬



ব্রাহ্মণ

জীর্ণ শীর্ণ জ্যোতির্ম্ময় দেহে
শুভ্র উপবীত ; অর্দ্ধ শূন্যে
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে তা'র ।
মনে মনে জপিছে প্রণব ;—

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে যেন
ওঙ্কার ঝঙ্কারি উঠে ।
দশবার জপিয়া প্রণব—
দিলা বিসর্জ্জন গঙ্গাজলে ।

রক্ত-জবা

প্রলয়পয়োধি মাঝে যেন
বিলীন হইল চতুর্ব্বেদ,
উঠি' তবে জাহ্নবির কুলে,
দেখিলা পলকে দ্বিজবর,

মেঘমুক্ত শারদ অম্বরে
দিবাকর উজ্জ্বল ভাস্বর।
তেজোরাশি নাচিছে হিল্লোলে,
অনন্ত হিল্লোলে যেন তা'র

জাতি ধর্ম্ম সব ভেসে যায়।
কালের অনন্ত-গর্ভে, হায়,
হায়, ডুবেরে, ডুবেরে, ওই
স্বর্ণময়ী বঙ্গের প্রতিমা।

ডুবে জ্ঞান, ডুবে ভক্তি, বুঝি
বাঙ্গালীর সব ডুবে যায়।
দেখিতে দেখিতে উঠে ভাসি'
দূর চক্রবালে, নীলিমার

সম্মিলন স্থলে, দীপ্তিময়ী
জননী আমার, প্রণবের
প্রতিমূর্ত্তি, গায়ত্রী ভাস্বরী
স্বর্ণ সিংহাসন শূন্য করি,

মৃণ্ময়ী জননী যেন মোর,
বিজয়ার শেষোৎসব দিনে,
বাঙ্গালীর আঁখি ভরা জলে,
হেলিয়া দুলিয়া ভেসে যায়,

কোটী কণ্ঠে উঠে, 'হায়, হায়' !
বিশ্বের সে হাহকারে পুনঃ,
ধ্যানস্থ হইলা দ্বিজবর ।
ব্রহ্মাণ্ড বিদারি' গরজিয়া—

উঠিল ওঙ্কার । মন্ত্রমুগ্ধ
হইলা ব্রাহ্মণ সেই স্বরে ;
স্থিরনেত্রে করিলা ঈক্ষণ,—
অপার অসীমশূন্য পথে,

নীলিমার যবনিকা করি,
অন্তরাল, বিরাট পুরুষ
এক, বাহিরিলা হাতে অসি,
খল খল হাসি,—কোটী কোটী

চন্দ্রসূর্য্য করিছে উদ্গার,
মরি, কিবা সে হাসির ছটা !
কেটে গেল কাল ঘনঘটা,
দশদিক উঠিল হাসিয়া ;

দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ সবে
করে স্তব, গায় জয় গান ;
করে স্তব দেবী বসুন্ধরা ;
বেদগান উঠে বিশ্বময় ;
নতজানু ব্রাহ্মণ যুবক
ইষ্টদেবে করিলা প্রণাম ।

২৫, ভাদ্র, ১৩১৬



কলির ব্রাহ্মণ

রে দাসত্ব-খর্ব্বকায়, রে কর্ম্ম-চণ্ডাল !
আমার অদৃষ্টলিপি, ঘোর কর্ম্মফল,
শ্ববৃত্তি বলিয়া তোরে লোকে করে ঘৃণা,
বেদশাস্ত্র পুরাণেতে তোর নিন্দাবাদ !

কুৎসিত কর্কশ দেহ পরশে আমার,
মলিন হইল অঙ্গ দিন দিন ক্ষীণ,
সর্ব্বনাশ,—জাতিধর্ম্ম সব মোর গেল !
কৃষ্ণকায় ক্রূরমতি রে দুষ্ট চণ্ডাল !

লোহার শৃঙ্খল পরি' ভ্রম ভূমণ্ডল,
পশু পক্ষী কীট কি মানব,—অবিচারে-
সবার গলায় পরাইয়া দেও, ওই,
আয়সের হার, কঠিন বন্ধনে বাঁধো।

অত্যাচার অবিচার দুটী দ্রুতপদে
অবহেলে দলি' যাও-দুর্ব্বলের হিয়া !
অকাল বার্দ্ধক্য আর জরা মৃত্যু ব্যাধি
ঝঞ্ঝাবাতে ধূলি সম চৌদিকে ছড়াও।

দুর্ভিক্ষ পিশাচ তোর সাথে সাথে নাচে ;
'হা অন্ন, হা অন্ন' রবে করিয়া চীৎকার।
জন্মায় ত্রিলোক-ত্রাস, ঘোর বিভীষিকা !
কোন কর্ম্মদোষে, বল, দুষ্টগ্রহ প্রায়,
ভাগ্যাকাশে আসি মোর হলি রে উদয় !

কোন পাপে, হায়, মাগো জন্মভূমি মোর,
জন্মমাত্র দেখিলাম, হস্তপদগলে,
হায়, পড়েছে শৃঙ্খল, কঠিন বন্ধন্ ।
দুর্ব্বহ জীবন-ভার করিরে বহন ।

কি কর্ম্ম-বন্ধন হায় ! ওহে নারায়ণ,
আমি কি মানুষ নই ? ভারতবরষে
জনমিলে কিগো, মানুষের অধিকার
মানুষে কাড়িয়া লয় ? ধিক সেই দেশ !

সেথা জনম-মরণ সকলই পাপ ।
কোন কর্ম্মফলে আমি বহিরে শৃঙ্খল ?
কোন কর্ম্মফলে আমি পশুর সমান !
কোন কর্ম্মফলে আমি কলির ব্রাহ্মণ ?

৮ আশ্বিন, ১৩১৬

প্রত্যুত্তর

হে কর্ম্মযোগিন্,
আমি, শুনিয়াছি ওগো,
তোমার আহ্বান।

তুমি বল ভাই,
সবাই মানুষ,
সবাই সমান
সবারি হৃদয়ে
এক নারায়ণ

বল, কেন তবে আজ
অর্ব্বুদ মানব—
শত পদাঘাতে
হয় না চেতন ?

যা'রা বুঝিতে পারে না,
বাঁচে, কিম্বা মরে,
জাতি-ধর্ম্ম নিয়ে
মরে ধীরে ধীরে ;

যা'রা জীবনের মায়া
ছাড়িতে পারে না,
বীরের মতন
মরিতে জানে না ;

অন্তিমে তা'দের
কিবা হবে গতি
তা'রা কিগো কভু
পায় নারায়ণ ?

শ্রীরামচন্দ্রের বোধন

জাগিবে না যদি
জননী আমার,
হনু রে,—আন রে,
আন ধনুর্ব্বাণ।

হৃৎপিণ্ড উপাড়ি
খর শরাঘাতে,
রাখিব রে আজ
মায়ের সম্মান।

হৃদয়-রুধিরে
পুজিব চরণ,
পায়ে ডালি দিব
কমল নয়ন।

অকালে মায়েরে
জাগিতে হইবে,
রামচন্দ্র আজ
করে রে বোধন

কে বলে অকাল
মায়ের পূজার,—
চির কাল জেগে
আছে মা আমার।

সন্তান হইয়া
মায়ে পাসরিলে,
স্নেহের যে রীতি
সকলি ভুলিলে—

কি হইবে, বল,
মায়েরে দূষিলে,
পাষাণের মেয়ে
নয় রে পাষাণ

অকাল বলিয়া
আর কত কাল,
ভুলাবে বিধাতা
অভাগারে আর ;

মায়েরে ডাকিবে
সন্তান তাঁহার,
তার কিগো কভু
আছে কালাকাল ?

আর না হনু রে,
দিন চলে যায়,
দৈবতার ফাঁকি
বুঝে উঠা দায় ;

সময়ের আশে
বসিরা থাকিলে,
হবে না অভাগী
সীতার উদ্ধার ।

২৯, আশ্বিন, ১৩১৬

বৃহন্নলা

সম্মুখে যাহার কুরুক্ষেত্র ঘোর,
তা'র কিগো সাজে ললনার সাজে,
অন্তঃপুর মাঝে, কুলবালা সাথে,
দিবানিশি হাস্যরস-নৃত্য-গীত ?

দুর্জ্জয় গাণ্ডীব টঙ্কারে যাহার,
সুরাসুর ভয়ে ভাবে চমৎকার ;
করিয়াছে যেই জন এক রথে
ত্রিভুবন জয়, তুমি কিগো সেই,
ধনঞ্জয় ?

কিরীট-গাণ্ডীব ফেলি,
প'রেছ কেয়ুর, দীর্ঘ বেণী শিরে—
লম্বমান। শঙ্খে ঢাকিয়াছ হস্ত
শিঞ্জিনী-লাঞ্ছিত বীর-অভিজ্ঞান।
বাহু যুদ্ধে তুমি নাকি এক দিন
পরাভবি দুর্জ্জয় কিরাতে কভু,

লভেছিলে পাশুপত মহাঅস্ত্র?
কোথা সে বিক্রম হল অন্তর্ধান?
বল, কোন উচ্চ শমীবৃক্ষ চূড়ে,
রেখেছ লুকায়ে বীর্য্য-বহ্নি তব?

শমীগর্ভ করিয়া বিদার কবে
ছুটিবে প্রলয়-শিখা-দাবানল
করিতে কৌরবকুল ভস্মসাৎ।

নিবাত-কবচে বধি অমরায়,
লভেছিলে ইন্দ্রের-কিরীট ;
উর্ব্বশীর বৃথা গর্ব্ব খর্ব্ব করি,
অভিশপ্ত হলে হে ব্রহ্মচারিন্ ।

সেই শাপে সাজিয়াছ ক্লীব,
ভস্মে ঢাকিয়াছ ভীষণ অনল ।
চক্ষের উপরে, বিরাটের পুরে,
সহিতেছ কত শত অপমান !—
দেখিয়া দেখ না তাহা ; অবনত

করি শির, মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য-
আশীবিষ প্রায়, আছ যেন কা'র
প্রতীক্ষায় ? কখন বাজিবে শঙ্খ,
শুভলগ্নে মুক্ত হবে অভিশাপ ?

এক দুই তিন, গণিতেছ দিন,
ধৈর্য্য না ফুরায় তবু ! কতকাল
আর হীনজনোচিত আচরণ,
হাস্য-রস-গীতে কতকাল আর,

পররঞ্জন অঞ্জন কালিমায়,
ঢাকিয়া রাখিবে তব চন্দ্রমুখ !
কি আত্মগোপন ! কিবা সহিষ্ণুতা
কি ক্লীবত্ব আজ, অয়ি বৃহন্নলে !

যেন ঝটিকার তুমুল প্রাক্কালে
রুদ্ধশ্বাস মরুতের প্রায়, ওই
রক্তসন্ধ্যা প্রকৃতির নির্নিমেষ
আঁখি, হের ব্রহ্মাণ্ড উজলি জ্বলে

তেমতি কি পঞ্চভ্রাতা, স্থিরনে
করিছ ঈক্ষণ রাজ্য ধন মান,
দুর্য্যোধন দুষ্টগ্রহ সমাকুল ?

দুস্তর সংগ্রাম সিন্ধু, মরণের
ছবি, মহোল্লাসে হইছে উধাও।
হা অদৃষ্ট ! রাজার নন্দন যারা,
বিক্রমে য'াদের সুরাসুর কাঁপে ;

অবহেলে য'ারা ইন্দ্রের অমরা
কেড়ে নিতে পারে ; বাঁধা তারা আজ,
দাসত্বশৃঙ্খলে, বিরাটের পুরে !
'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করে' আপনার ন্যায্য
অধিকার, সর্ব্বস্ব করিয়া ত্যাগ

সেজেছে ভিক্ষুক, ওহে নারায়ণ।
লোকে বলে, তুমি না তাদের সখা ?
"এই কিগো বটে তার পরিচয় ?
"যতো-ধর্ম্ম-স্ততো জয়" এই কিগো—

তার পরিণাম ? কোন্ ধর্ম্মরাজ্য
তুমি করিবে উদ্ধার, রণরক্ত
মহোদধি মথি ? হে অন্তর্যামিন,
পার নাকি ফিরাইতে দুষ্টমতি

ক্রূর দুর্য্যোধনে শুভবুদ্ধি দানে,
প্রত্যর্পিতে পিতৃরাজ্য পাণ্ডবেরে ?
বিনা রক্তপাতে, প্রভো, পার নাকি,
কভু ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন ?

২৯শে আশ্বিন, ১৩১৬

বিজয়া

কিসের বিজয়া,
কি করেছ জয় ?
কিসের উল্লাস,
কিসের হুঙ্কার ?

গগন বিদারি
পটহ গরজে,
প্রতি কণ্ঠে উঠে
'জয়-জয়-কার,'

কেন রে আনন্দে
ভাসিস্ বাঙ্গালি ?
করিলে কি কবে,
কিসের উদ্ধার ?

হাসিস্ নে বাঙ্গালি
হাসিস্‌নে রে আর,
ডুবাইয়া জলে
জননী আমার।

দু'দিনের খেলা,
দু'দিন খেলিয়া,
পুতুলের ডালি
দিয়া বিসর্জ্জন ;

পুতুল নহেরে
বাংলার মাটী—
প্রিয় জন্মভূমি
জননী আমার

এ কেমন রীতি,—
কেমন পূজন ?
মহাশক্তি যদি
দিলে বিসর্জ্জন,

কা'র শক্তি বলে,
এই ভূমণ্ডলে,
হইবে মানুষ,
ধরিবে জীবন ?

আয় রে বাঙ্গালি,
আয়, আয়, আয়,
কোটী ভূজে পুনঃ
তুলে আনি মায় ;

আমার পূজায়—
নাহি বিসর্জ্জন,
প্রাণ-ভরা শুধু
আছে আবাহন ;

জীবন মরণ
সকলি সমান,
মরণের খেলা—
বিজয়া আমার

প্রভাত ভৈরবী

দেখা দিয়ে কেন, নাথ,
লুকালে আবার ?
এ নিশীথে কেন এসে,
জাগালে আমায় ?

এখনো আঁধার
কাটে নাই ঘোর,
এখনো জনতা
সুষুপ্তি-বিভোর,

এ দুর্গম পথে
আঁধার জগতে
কেন লুকাইলে
আলোক তোমার ?

প্রভাত গগনে,
ফুটে নাই তারা,
ডাকে নাই পাখী,
দেয় নাই সাড়া,

আঁখি মেলি' মেলি'
পড়ে ঢলি ঢলি,
কেন এ নিশীথে
হৃদয়ে আমার ?

কেন এসেছিলে,
কেন লুকাইলে,
সরল হৃদয়ে,
কেন বা ছলিলে,

এ নব মিলন,
এ সুখ স্বপন,
পুনঃ কিগো হবে
জীবনে আমার ?

২৬, কার্ত্তিক, ১৩১৬

কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের বিষাদ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
অবতীর্ণ নর-নারায়ণ !
করে অসি, ভীম শরাসন,
পৃষ্ঠে তুণ অক্ষয় অব্যয় ।

খর অসিধারে ধর্ম্মরাজ্য,
হৃদে কৃষ্ণনাম অবিরাম ।
শিরে শোভে ভক্তির কেতন,
রাম-ভক্ত বীর হনুমান ।

ভক্ত-রথী মায়া তুরঙ্গম,
অচ্যুত সারথি রথে তাঁর—
মৃত্যুমুখে, আগে নারায়ণ।
নিরাশী নির্ভীক বীরবর

দেখিল সম্মুখে আর্য্য-কীর্ত্তি,
আর্য্য গৌরবের সুবিস্তীর্ণ
কুরুক্ষেত্র ভীষণ শ্মশান,
তাহে প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন

সমবেত বান্ধব সকল।
জাতি নাশ ধর্ম্ম নাশ ভয়ে
শিহরি উঠিল ধনঞ্জয়,
কহিল কৃষ্ণেরে ডাকি ;

একি খেলা, ওহে নারায়ণ,
জীবনের সারথি আমার,
কেন মোরে আনিলে হেথায় ?
কি ভীষণ সংগ্রাম পাথার !

উপকূলে তার, কেন সখে,
আনিলে আমায় ? অধিকার
কি আমার, কেবা দিল—বরিবারে
লোক হত্যা মহা ভয়ানক ?

জ্ঞাতি বন্ধু করিয়া বিনাশ
বল, কোন ধর্ম্ম-রাজ্য, কৃষ্ণ,
লভিবে পাণ্ডব ?—চাইনা
বিজয়, কৃষ্ণ, রাজ্য সুখ মান

কোটী নরহত্যা করি, হবে
রাজ্য-লাভ ! তুচ্ছ এ প্রয়াস !
কোটী প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন
ভীষণ আহবে, শূন্য হবে

বসুন্ধরা ; ঘোর অরণ্যাণী
গ্রাসিবে ভারত ; লুপ্ত হবে
ক্ষত্রিয়ের নাম ; বল, হেন
রাজ্যলাভে কি আত্ম-প্রসাদ ?

হে মাধব ! হেন কর্ম্ম ঘোরে
কেন মোরে করেছ নিয়োগ ?
সেই সাধে কি গো জনার্দ্দন,
আপনি আসিলে অবতরি ?—

হে মায়া-মানুষ বেশিন্,
পার্থের সারথি হয়ে আজ,
ক্ষত্রিয়-রুধির বিনিময়ে,
'শান্তি, শান্তি', বলে কুরুক্ষেত্র-
মহাযজ্ঞে দিতে পূর্ণাহুতি !

৩, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

দ্রোণাচার্য্য

কি উদ্দেশ্যে, বলহে ব্রাহ্মণ,
নিভাইলে হোম বহ্নি-শিখা,
স্তব্ধ শূন্যে স্বধা বষট্‌কার ?
বেদমন্ত্র দিয়া বিসর্জ্জন

বীরবেশে ব্রাহ্মণ নন্দন
অবতীর্ণ কুরুক্ষেত্রে আজ ?
শুভ্রবেশ, শুভ্রকেশ, শিরে।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঢাকি উপবীত,

করে ধরি' অসি খরধার,
উল্কাসম, আক্রমিলে যেন
কুরুকুল ! ক্ষত্রিয় নিবহ
নাশে, যুগশেষে মুহুর্মুহু
পড়ে যেন ভীষণ কুঠার !

কোথা কোশাকুশী গঙ্গাজল-
অস্ত্রমুখে উগরে অনল ?
যুগধর্ম্ম—মহারণোন্মাদ ।

ব্রাহ্মণ্যের নাশ, জাতি, ধর্ম্ম,
ভক্তি, মুক্তি, সব লুপ্ত প্রায়,
এই কি আপদ্, ধর্ম্মগুরো,
অরিরক্তে ব্যাহৃতির হোম !

১০, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

অপেক্ষা

'সারাটী রজনী
রয়েছি জাগিয়া
চাহিয়া রয়েছি
তোমারি পানে।

কবে বা হাসিবে,
প্রভাত গগনে—
ভাসিবে ধরণী
তোমার কিরণে।

তোমার করুণা
আঁধার টুটিয়া
কবে বা হৃদয়ে
উঠিবে ফুটিয়া।

হাসিবে আকাশ
তোমারে পাইয়া,
ভাসিবে বাতাস
নূতন তানে।

গাহিবে বিহগ
প্রভাত সমীরে,
অমনি ধাইব
সেই পথ ধরে,

দেখিব তোমারে
দাঁড়ায়ে দুয়ারে
হাসি খল্ খল্,
আঁখি ছল ছল,

ভাবে ঢল ঢল
আমারি তরে !
কবে বা এ নিশি
হবে অবসান,

তোমারে নেহারি
জুড়াইব প্রাণ,
আনন্দে উছলি,
পরাণ আমার,

মিশে যাবে কবে
পরাণে তোমার,
আনন্দ সাগরে
দিব গো সাঁতার
তুমি আমি মিশে
হব একাকার !

১৭, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

নিম্নে সিন্ধু করিছে গর্জ্জন; ,
ঊর্দ্ধে শেল ছুটিল গর্জ্জিয়া,
পৌলস্ত্যের ক্ষিপ্র হস্ত হ'তে ;
যেন সৃষ্টি করিতে বিনাশ

সহস্র সহস্র উল্কারাশি
উগরিছে ঘোর কালানল !
তেমতি ছুটীল দৈত্যশেল
মহাশূন্য পথে অকস্মাৎ

দীপ্ত করি গগন মণ্ডল !
চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্র সকল
অদৃশ্য হইল মহাত্রাসে ;
দেবগণ ভয়ে শশঙ্কিত ;

শশব্যস্ত বানর কটক,—
চতুর্দ্দিকে উঠে হাহাকার
দূরে বিভীষণ দাঁড়াইয়া
গণিল প্রমাদ ; দেখাইলা

শ্রীরামেরে অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
ঐ দেখ, ওহে নারায়ণ,
ব্যোমগর্ভ করিয়া বিদার
অব্যর্থ দৈত্যের শক্তি ধায়
লক্ষ্মণেরে করিতে বিনাশ ।

রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রভো,
রক্ষা কর, অনুজ লক্ষ্মণে।
দেখিতে দেখিতে আচম্বিতে

সম্মুখে গড়িল দৈত্যশেল,—
লক্ষ্মণের বক্ষস্থলে হায়
বাজিল বিষম! দীর্ণ হল
কুসুম কোমল হিয়া তাহে,

জ্ঞান-শূন্য লক্ষ্মণ ঠাকুর
ভূতলে পড়িল তৎক্ষণাৎ।
গগন মণ্ডল ছাড়ি যেমতি
চন্দ্রমা ভূমে যায় গড়াগড়ি!

ধায় রাম, ধায় বিভীষণ,
ধাইল বানর সেনা যত
লক্ষ্মণের পানে ত্বরান্বিত।
সাপটি ধরিয়া বাহু পাশে

বসাইলা অঙ্কের উপরে
জগন্নাথ ; জননীর কোলে
শিশু যথা ভুলে সব জ্বালা,
তেমতি ভুলিলা, দুর্বিসহ,

অস্ত্রের যন্ত্রণা সুকুমার,
শ্রীঅঙ্গ পরশে অচিরাৎ।
পলকে হাসিল চন্দ্রমুখ,
পলকে মলিন হল পুনঃ।

পলকের মাঝে যেন, হায়,
মিশাইল মহাশূন্য মাঝে
জীবনের বিদ্যুৎ-বল্লরী।
জলস্থল মরুৎব্যোম, সব

যেন অকস্মাৎ, গেল ডুবে
শূন্যগর্ভে। ডুবিল অযোধ্যা,
সীতা, স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
দেবতার জয় পরাজয়।

চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্র মণ্ডল
কালগর্ভে হইল বিলীন।
লক্ষ্মণ বিহনে শূন্যময়
দেখিল শ্রীরাম ত্রিভুবন!

দুঃখ-জড়, রুদ্ধকণ্ঠশ্বাস
অবিরল বহে অশ্রুধার,
ভাসিল শ্রীমুখ বক্ষস্থল,
ভাসে জলে যেন কোকনদ !

শ্রীরামের অশ্রুজলে, হায়,
ভাসে চন্দ্র, ভাসে সূর্য্য, ভাসে
গ্রহতারা, জলস্থলব্যোম্,
যায়রে ব্রহ্মাণ্ড ভেসে যায়।

গিরিদরি ভেদ করি যেন
রুদ্ধ স্রোত বাহিরিল বেগে,
প্রাণের আবেগে; কলকণ্ঠে
মহাশূন্যে উঠিল ঝঙ্কার,

"আমার, আমার' প্রাণাধিক,
প্রাণাধিক লক্ষ্মণ আমার ;
আবার শ্রীমুখ পানে চাহি
শিহরি উঠিল নারায়ণ,

অহ, মলিন হয়েছে চন্দ্র মুখ,
নিদারুণ শক্তির আঘাতে
শুকায়েছে ফুল্ল কোকনদ।
প্রাণের দেউটী হায়, মোর

নিভিয়াছে চিরদিন তরে
কেন বৎস, সৈকত শয়নে
রণরঙ্গ মহোৎসব ভুলি ?
"কোথা হুহুঙ্কার বীরদাপ ?

কোথা শিঞ্জিনির আস্ফালন,
তড়িত-চাহনি টঙ্কারের ?
যেই ভুজ-বীর্য্যবলে তুমি
বাঁধিয়া সাগর, দিলে হানা

লঙ্কার দুয়ারে, বীরবেশে
সেই পুরে না করি প্রবেশ
রণক্ষেত্রে করিলে শয়ন ?
না ডুবায়ে সিন্ধুজলে ওই,

রাক্ষসের স্বর্ণ লঙ্কাপুরী
বাহুমূল হইল শিথিল !
রহিল বিজয় লক্ষ্মী বাঁধা
তবে রক্ষপুরে চিরকাল !

'হা, লক্ষ্মণ এ কি ব্যবহার !
রাক্ষসের শক্তিপদতলে
কেন ভাই নোয়াইলে শির ?
আত্মহারা কেন হলে ভাই ?

বিষ্ণুশক্তি হৃদয়ে তোমার,
ব্রহ্মাণ্ড করিতে পার গ্রাস,
রাক্ষসের শক্তি কোনছার !
যক্ষ-রক্ষ-অমরমণ্ডল
নতজানু যার পদতলে !

হেন শক্তি কেন পাসারিলে ?
উঠ বৎস, উঠ প্রাণাধিক,
তোমারে শয়ন হেরি, হের
দশমুখ হাসে খল খল !

উঠ বৎস, গরজি আবার,
ব্রহ্মাণ্ডের মূল ধরি কর
আকর্ষণ ; খসুক অমরা
ছিন্ন হোক্ নক্ষত্র মণ্ডল,

মহোল্লাসে উঠুক উথলি
মহাঘোর লবণাম্বুরাশি
গ্রাসিবারে সরাবণ স্বর্ণলঙ্কাপুরী।

হে বীর কেশরি !
আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া
কেন ভাই, রয়েছ শয়ান
বিশ্রামের এ নহে সময় ?

অকুল-পাথার বেঁধেছিলে
যার লাগি, বিনাশিলে ভাই,
লক্ষ লক্ষ রক্ষবীরগণ ;
মাতাসম যা'রে নিশিদিন

করিতে পূজন ; বদ্ধ তারে
রাখি আজ রক্ষকারাগারে,
কেন ভাই করিলে শয়ন ?
বিভীষণ সুগ্রীব অঙ্গদ,

বীরভক্ত বীর হনুমান,
বিপুল বানর সেনা, হের,
ব্যাকুল তোমার লাগি আজ ;
ভাসে দুঃখে রক্ষপুরে সীতা।

পাগল হইবে মা আমার,
শুনিবে যখন, 'তুমি নাই—'
বনবাসী হইবে ভরত।
অযোধ্যা শ্মশান হবে পুনঃ।

শুকাইবে সরযূর ধারা,
জনস্থান গ্রাসিবে রাক্ষস !
অভিচারে করিবে বিনাশ,
বর্ণাশ্রমধর্ম্মকর্ম্মহোম ;

অন্তর্ধান করিবে ব্রাহ্মণ ;
লুপ্ত হবে ক্ষত্রিয়ের নাম ;
আর্য্য বলি কিছু না রহিবে,
ভারত দণ্ডক হবে স্থির।

প্রজা নষ্ট হবে অগণন,
দেশান্তরী হইবে শ্রীরাম,
কাষায় কৌপীন ডোর পরি ;
কিম্বা পশিবে সাগর গর্ভে।

মরিবে বৈদেহী লঙ্কাপুরে !
তুমি না জাগিলে প্রাণাধিক,
ঘুচিবে না দেবের বন্ধন,
খুলিবে না স্বর্গের দুয়ার,
অমরা হবেনা মুক্তপাশ।

২রা, পৌষ, ১৩১৬।

গায়ত্রীর অন্তর্ধান

হে ব্রহ্মবাদিনি, ব্রহ্মাণ্ড-রূপিণি,
লুকাইলে কোথা জননি আমার ?
ছিন্ন করি যবে প্রলয়ের পাশ,
আপন মাধুরী করিলে প্রকাশ,
ফুটিয়া উঠিলে নীল নীলিমায়,
ঢলিয়া পড়িলে কুসুমের গায় ;
ঘোর ঘন-ঘটা করিয়া বিদার
উঠিল উজলি আভাস তোমার ;
অভ্র ভেদ করি হিমাদ্রির শির,
উঠিল গরবে প্রশান্ত গম্ভীর ;
সামঋককণ্ঠে উঠিল ঝঙ্কার ;
আসিল ব্রাহ্মণ আহ্বানে তোমার ;
বিরাটের বাহু করিয়া বিদার
ছুটীল ক্ষত্রিয় ছাড়িয়া হুঙ্কার ;
এই পুণ্য পীঠে গড়িয়া মন্দির,
করেছিল সেই প্রথম পূজন !

শূন্য করি সেই পুণ্য পাদপীঠ
শূন্য করি সেই সোণার মন্দির,
শূন্য করি সেই ত্রিদিব নন্দন,
কোথা, জননি গো, করিলে প্রস্থান ?
ধূলায় ধূসর অমরমুকুট,
বিধ্বস্ত নন্দন, পারিজাত মূল,
শূন্য রাজপথ, শূন্য সুরপুরী,
স্বর্গের সে শোভা হইয়াছে ম্লান।
দূরদূরান্তরে নগরে নগরে,
মরুভূমে কত কান্তারে পাথারে
কতনা খুঁজেছি তন্ন তন্ন করে,
কুটীরে কুটীরে করেছি সন্ধান !
পাগলের প্রায় কভু উচ্চৈঃস্বরে,
কেঁদেছি ডেকেছি কত না তোমারে,
ছুটেছি উল্লাসে প্রতিধ্বনি ধ'রে,
তবু জননি গো পাইনি সন্ধান !
প্রতিধ্বনি সরে, যায় আরো দূরে,
দূরদূরান্তরে, মৃত্যুর দুয়ারে,
ডেকে বলে, হেথা জননী তোমার।

সাগরের জলে, জাহ্নবী সলিলে,
কভু বা ডুবেছি, তোমা পাব বলে,
কভু বা সৈকতে দিয়া গড়াগড়ি
'মা, মা' বলে কত করেছি ক্রন্দন।
মাখিয়াছি মাটী সর্ব্বাঙ্গে আমার,
গঙ্গা-গর্ভে তব পাইয়া আঘ্রাণ!
বাঙ্গালার মাটী হৃদয় আমার,
চিরদিন যেন থাকে বাঙ্গালার!
তবু গলেনাকো, রে কঠিন হিয়া,
বাঁধিয়াছ বুক পাষাণে তোমার!
গো-ব্রাহ্মণ গেল, হয়ে তোমা হারা,
শুকাইল হায় জাহ্নবির ধারা,
সাগর শুকাল, ধর্ম্ম লুপ্ত হ'ল,
কোটী বাহুমূল শিথিল হইল;
চন্দ্র সূর্য্য খসি ভূতলে পড়িল,
এ ছার জীবনে উঠিছে ধিক্কার।
ব্রাহ্মণ প্রসূতি কোথা বেদমাতা,
কোথা স্বাধীনতা জননি আমার?

৯ই, পৌষ, ১৩১৬

প্রতিধ্বনি

[সাহায্য প্রার্থী কোন বালকের পত্র প্রাপ্তে]

রে অবোধ শিশু,
আমি বিলাইব অন্ন-জল,
তৃপ্ত হবে ক্ষুধার্ত্ত জগৎ !
আমি দিব, তোমারে আহার,
তবে রক্ষা হবে তব প্রাণ !
নাহি পারে রাখিতে যে জন,
আপন পরাণ, অন্নদানে
সে কাহারে পারে গো রক্ষিতে ?
দাস-ভাগ্য উপজীবি, হীন
বৃত্তিভুক্, পারে কি কথন
কোটী কোটী ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা,
নিবারিতে ! ওরে ভ্রান্ত শিশু,
হীন সেবা ন কর্ত্তব্য কভু !

কর শীঘ্র মহৎ আশ্রয় ;
ছায়া ফলান্বিত তরুবর।
যদি দৈবে ফল নাহি মিলে,
ছায়া তার লভিবে নিশ্চয়।
আমি ক্ষুদ্রশক্তি বৃত্তিভুক্
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ! বল বৎস,
কি শক্তি আমার ! কিবা ফল,
আমারে বলিলে, মর্ম্মন্তুদ
নিদারুণ দুঃখের কাহিনী,
'ভাই ভগ্নী মরে অনাহারে ;
সোনাভরা মাটী বাঙ্গালার,
গোলাভরা ধান ঘরে ঘরে !
অহো কে করে বিশ্বাস আজ,
জন্মভূমি, সন্তান তোমার,
কত শত মরে অনাহারে ?
যাও, বৎস, যাও রাজদ্বারে,
বাঙ্গালির হৃদয়ের রাজা ;
হৃৎপিণ্ড উপরে, একদিন,
যাঁরে সঙ্গোপনে গঙ্গাজলে

করি অভিষেক, ধোয়াইছে
ক্ষুধার্ত্তের অশ্রুজলে হায়,
কত শত চরণ যুগল!
যাও তথা, বিরাট ভবনে,
অতুল ঐশ্বর্য্যপতি তাঁ'রা,
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের জাতি;
হের সসাগরা বসুন্ধরা
ধনরত্ন লয়ে করে পূজা,
তাঁহাদের; যাও বৎস তথা!
যাও, একবার! আর্ত্তনাদে
জাগাও তাঁদেরে, খেতে দেও,
খেতে দেও, প্রভো, অনাহারে
মরে, কোটী কোটী নর-নারী,
মরে সহোদর অনাহারে!
সসাগরা পৃথিবীর যাঁরা
অধীশ্বর, তুমি তাঁর প্রজা!
কেবা বল, করিবে বিশ্বাস
তুমি নাকি মর অনাহারে?
বিলাস বিভোরা গোরা, ওই

দেখ যায়! যাও, পিছু পিছু,
সাহসে করিয়া ভর! তব
জীর্ণ শীর্ণ বিশুষ্ক কঙ্কাল
দেখাও তা'দেরে, শুনে এস,
কি দেয় উত্তর? কি হইবে
দীনহীন ব্রাহ্মণে বলিলে,—
বিষদন্তভগ্ন আশীবিষে?
অতুল ঐশ্বর্য্যপতি যা'রা,
যদি, একমুষ্টি অন্ন দিতে
তাহারা কাতর, আর আমি,
দেশধর্ম্ম ধনজন মান,—
কিছু নাই,—কিছু নাই যা'র!
আহার বিহার যা'র, হায়,
সব পরাধীন,—এত লঘু,
যেন নিশ্বাসে উড়িয়া যাই,
পৃথিবী হইতে;—বল, বৎস,
আমি কি করিতে পারি আজ?
প্রলাপে আমার, স্তব্ধ শিশু,
ভুলিল সকল জ্বালা,—ক্ষুধা,

তৃষ্ণা ডুবাইয়া দিলা সব,
সেই স্তব্ধচিন্তাসিন্ধু মাঝে।
চপলার চকিত খেলায়,
যেন শূন্যে উঠিল ফুটিয়া
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান !
শিশুকণ্ঠে শূন্যে শূন্যে, যেন,
প্রতিধ্বনি ছুটিল গরজি,—
"আমি কি করিতে পারি আজ ?"

১৬ পৌষ, ১৩১৬

প্রস্তরময়ী ভগ্নবাস্তুদেব মূর্ত্তিদর্শনে

(বালুরঘাটের সন্নিকট আগ্রাদুগুণে কালাপাহাড়ের ধ্বংস, প্রবাদ)

জনশূন্য স্থানে, এই বিটপীর মূলে,
অনার্য্য-বসতি-উপকণ্ঠে, কে আনিল,
দেব, বিগ্রহ তোমার ? কে ভাঙ্গিল
কঠিন কুঠারে, হায়, সুঠাম প্রতিমা ?
ছিন্ন ভিন্ন হস্তপদ তব ! বৃক্ষমূল
করিয়া আশ্রয়, আছ পড়ে কতকাল ?
অহ, ওই দুর্বৃত্তের দারুণ নখর—
বিকৃত করেছে চারু বদন মণ্ডল !
রামভক্ত মারুতির রুদ্র প্রতিমূর্ত্তি—
অদূরে দাঁড়ায়ে ; বিচ্ছিন্ন মস্তক, বলি,
রক্ষিতে লক্ষণে যেন রাক্ষসের রণে
দিলা ভক্ত বিসর্জ্জন আপন পরাণ।

কালের কুঠার হস্তে করিয়া ধারণ
লক্ষ লক্ষ পশেছিল, যবে কর্ম্মক্ষেত্রে,
তখনও আঁখিমেলে চাও নাই প্রভো,
পলকে করিতে দগ্ধ পতঙ্গ সকল।
কালগর্ভে হয়েছে বিলীন দুর্বৃত্তের
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। কিন্তু, হায়, জাগিলে না,
তুমি, ওহে নারায়ণ,—গেল কতকাল!!
দীন হীন একি বেশ ধূলায় ধূসর,
বৃক্ষমূলে, বল, দেব, কেন এ শয়ন?
পরিহরি কতকাল ত্রিদিব-নন্দন
আকুল এ গ্রামচৈত্যা মাঝে, বনস্পতি-
অন্তরালে কেন বল, এ আত্ম-গোপন?
উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়াছি তোমারে দেখিতে,
তোমারে মলিন হেরি হয়েছি কাতর!!
ছিন্নভিন্ন বনমালা তবু গলে দোলে,
শ্রীঅঙ্গে নখরাঘাত বিকল চরণ!
এও কি পরাণে সহে ওহে নারায়ণ?
আয়রে, বাঙ্গালি, আয়, দেখাইব তোরে
যুগ-যুগান্তের ইতিহাস—দুর্ব্বৃত্তের

দারুণ নখর শ্রীঅঙ্গে পড়িয়া আছে
অনন্ত ধরেছে বক্ষে কলঙ্ক-লাঞ্ছন
বাঙ্গালির ! !   আয়, ওরে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ,
দেখাইব তোরে, চারু কারু শিল্পকলা
কত বাঙ্গালার ; যবে ভূগর্ভ-বিবরে
ছিল তোর পাশ্চাত্যের নূতন সভ্যতা !
এস ভক্ত, এস যোগী, যে যথায় থাক—
দেখ দুটী চক্ষু মেলি হেথা,—কোটী কোটী
অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের দল, পুষ্প-অর্ঘ্য
লয়ে করে, পূজিছে বিরাটে ; কোটী কণ্ঠে
সমস্বরে তার প্রতিধ্বনি, আজো উঠে,
"রক্ষা কর গো ব্রাহ্মণ, ওহে নারায়ণ,
করি মোরা নমস্কার দেবতা তোমায় ।"
আরো দূরে, দেখ, দূর অতীতের গর্ভে,
পশেরে পতঙ্গসজ্ঘ ঘোর দাবানলে,
যবনের খরধার কৃপাণের মুখে,
গো-ব্রাহ্মণ বেদোদ্ধার করিবারে ধায়,
অশ্বপৃষ্ঠে উর্দ্ধশ্বাসে লক্ষ লক্ষ বীর,
মুক্ত অসি উল্কাসম নাচিছে অম্বরে;

কাঁপে বসুন্ধরা বীরদাপে ; প্রতি কণ্ঠে
উঠে জয়ধ্বনি, "জয় জগদীশ হরে,"
প্রতিধ্বনি উঠে শূন্যে, "জয় জগদীশ হরে,"
দেবতা গন্ধর্ব্ব গায়, "জয় জগদীশ হরে।"
নাচে ভক্ত, নাচে যোগী, "জয় জগদীশ হরে,
ব্রহ্মাণ্ড বিদারি ছুটে, "জয় জগদীশ হরে।"

২৩, পৌষ, ১৩১৬।

"রাম নাম"

(অশোকান্তরালে হনুমানের শ্রীশ্রীরাম-নাম-কীর্ত্তন
ও বৈদেহির মূর্চ্ছাভঙ্গ)

সহসা বৃক্ষের ডালে
কেবা 'রাম, রাম' বলে
রাম-নামে পূরিল গগন।
পশিনাম কর্ণমূলে
হৃদে 'রাম, রাম' বলে
রামরূপ দেখায় স্বপন।
স্বপ্নে রামরূপ হেরে
তীব্র মূর্চ্ছা গেল দূরে
উঠে সতী করিয়া রোদন।
এ কেমন মায়া, প্রভু,
আরত দেখিনি কভু,
রামময় জাগ্রত-স্বপন।

স্বপ্ন আসে চলে যায়,
ধরা কভু নাহি দেয়,
চির স্থির, কেমন স্বপন ?

রক্ষপুরে রাম-নাম,—
এও কি সম্ভব হয়,—
রাক্ষসের ধন্যরে সাধন !

এ পিশাচপুরে প্রভু,
দুঃখিনির তরে, কভু,
করিবে, কি, হায় পদার্পণ ?

আর কত কাল পরে,
আসিবে এ রক্ষপুরে,
দুঃখিনিরে করিতে মোচন ?

কে শুনাল 'রাম নাম,'
চমৎকার অভিরাম,
রামরূপ করি দরশন।

অনিলে অনলে রাম,
প্রাণারাম রাম নাম,
ঘোষে সিন্ধু করিয়া গর্জ্জন।

চন্দ্র সূর্য্য গাহে 'রাম,'
পত্রে-পত্রে রাম নাম,
উথলে সাগর জল নামে।

এসেছ কি পথ ভুলে ?
রে নিঠুর ! এত কালে,
দুঃখিনিরে পড়েছি কি মনে ?

আসি' সাগরের পারে
ডেকেছ কি নাম ধরে,
তাহে সিন্ধু উঠিছে উথলি।

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা,—
আকুল সাগর-পারা,
উঠে প্রাণ—আকুলি বিকুলি !

অথবা রাক্ষসী মায়া
রচিয়াছে তব ছায়া,—
রামময়, তাহে, ত্রিভুবন ?

ছলিবারে অভাগিরে,
তাই আসে বারে বারে,
নানারূপ করিয়া ধারণ।

যবে পঞ্চবটী-গেহে,
কত সুখে ছিনু দোঁহে,
এল মৃগ সোণার বরণ।
তুমি গেলে ধরিবারে,
হরিয়া আনিল মোরে,
যতী-বেশ করিয়া ধারণ।

স্বর্ণমৃগ রূপ ধরে,
মানবের মন হরে—
অতিথি সাজিয়া হরে ধন।
কভু যতীবেশ ধরে—
আসে রক্ষ মোর দ্বারে
করে কত ধর্ম্ম আলাপন।

কভু অট্টহাসি হাসে
কভু বা পরুষ ভাষে
নিশিদিন করে জ্বালাতন।
স্ত্রী-পুরুষ নানা মত,
আমারে বুঝায় কত,
মর রাম,—অমর রাবণ!

শত্রু-মিত্র কত ভাবে
কত যে রচিছে মায়া
রাক্ষসের দুরন্ত ছলন—
আবার বৃক্ষের ডালে
কেবা 'রাম রাম' বলে,
সেই নামে কাঁপে ত্রিভুবন।

কাঁপিল সাগর জল
করে লঙ্কা টল মল,
'রাম নামে' এমনি প্রতাপ।
বসি' অশোকের ডালে,
ভাসে ভক্ত অশ্রু-জলে
মুখে নাম, হৃদে তীব্র তাপ।

৮, মাঘ, ১৩১৬

অপরোক্ষানুভূতি

সত্য এই জগত-সংসার !
সত্য এই সৌন্দর্য্য-সম্ভার ।
অপার অসীম শূন্য ভরা
চন্দ্র-সূর্য্য কত গ্রহ তারা,
জল-স্থল মরুৎ,ব্যোম্ কাল,
সপ্ত-স্বর্গ সপত-পাতাল,
তুঙ্গ-শৃঙ্গ শুভ্র-হিমাচল,
নীলাকাশ, নীলঘন জল,
সব সত্য, সকলি সুন্দর ।
উদ্ভাসিত এই চরাচর
যাঁর তেজে, সেই বৈশ্বানর—
সত্য ; সত্য আমি,—আমি সত্য
সাক্ষীরূপী নর-নারায়ণ ।
জগন্নাথ, আনন্দ কানন,
গয়াধাম, মধু বৃন্দাবন,

যেথা আমি লভেছি জনম,
ত্রিদিব-নন্দন-সম, সেই
কেন্দ্র তীর্থ বাংলা আমার,
সদাসত্য, সতত-সুন্দর।

কত তাঁ'রে ভালবাসি আমি,
সুরবন্দ্যা প্রিয় জন্মভূমি;
প্রতি অনুপরমাণু যা'র
ধরে বক্ষে সাধুপদভার;

তীর্থ হতে, মহাতীর্থ স্থল
কুমারিকা হতে হিমাচল।
কুরুক্ষেত্র নর্ম্মদা কাবেরী
প্রভাস, পুষ্কর, গোদাবরী,

ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, ইরাবতী,
আত্রেয়ী, ভারতী, ভাগিরথী,
সব সত্য, সত্য গঙ্গাজল!
শুষ্ককণ্ঠা পুণ্যতোয়া ভূমি,
শৃঙ্খলিতা আমার জননী—
জীর্ণা শীর্ণা দীনা হীন বল!

সত্য বটে, এ শৃঙ্খল তার,
অনশনে অর্দ্ধাশনে যাঁ'র—
সর্ব্ব অঙ্গ হইছে বিকল।

সত্য শোন ওই হাহাকার
কুমারিকা হতে হিমাচল !
সত্য আমি ব্রাহ্মণ সন্তান ;
সত্য আমি হারায়েছি মান ;
সত্য মোর জনম বিফল ;
খুব সত্য,—দাসত্ব-শৃঙ্খল !!

১৫, মাঘ, ১৩১৬।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ

হে দৈত্যবালক,
ভক্ত শ্রেষ্ঠ, হে বীর প্রহ্লাদ!
ধন্য তুমি, তুমি ধন্য, আজ!
কত জন্ম জন্মান্তর স্মৃতি,
পুঞ্জীভূত সাধনার ধারা,—
উজলি উঠিল বিশ্বময়।

শিশুকণ্ঠে উঠিল ফুটিয়া—
হরিনামামৃত গুণগান,
ভাসাইয়া দিল দৈত্যকুল।

শুভক্ষণে শুভ দিনে এক
চরাচর-ব্যাপী-বিষ্ণুরূপ
শিশু চক্ষে হইল প্রকাশ।
ভক্তের হৃদয়াসনে, সুখে,
আপনি হইলা সমাসীন
অদ্বিতীয় বিশ্বের সম্রাট।

শিশুকণ্ঠে কহিলা গরজি,
"ত্যজ, দৈত্য, বৃথা অহঙ্কার !
যক্ষ-রক্ষ অসুর, মানব,
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যত,
কেহ নহে আমার সমান !"

পুত্র মুখে আত্ম-নিন্দা-বাদে—
ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দৈত্যরাজ কহে,—
"দৈত্যকুলে একিরে, প্রহ্লাদ,
পিতৃনিন্দা কে শিখা'ল তোরে ?"

ক্রোধে দৈত্য জ্বলিল দ্বিগুণ,
সম্মুখে ব্রাহ্মণে চাহি, কহে,—
"ব্রহ্মবন্ধো ! একি ব্যবহার ?
পিতৃনিন্দা, স্তুতি বিপক্ষের,
শিখাইলে অর্ভকে আমার !"

দৈত্যগুরু, দৈত্য অন্নদাস,
মূঢ়, ভীরু, ব্রাহ্মণ-নন্দন,
কহিতে লাগিলা,—দৈত্যরাজ,
বিষ্ণুভক্ত সন্তান তোমার

হাসে কাঁদে পাগলের প্রায়,
ককারে দেখিয়া কৃষ্ণরূপ !
কহে কৃষ্ণে বিশ্বের সম্রাট,
শিখায় সবারে কৃষ্ণ কথা।
কত মন্ত্র, কত অভিচারে,
নারিলাম বুঝাতে বালকে,
পিতা তা'র বিশ্বের সম্রাট।
ব্রাহ্মণ আমরা,—নাহি জানি
তুমি বিনা, দ্বিতীয় ঈশ্বর ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, তুমি,
একমাত্র অদ্বিতীয় রাজা।
হব্য কব্য যাগ-যজ্ঞ-হোমে,
তোমার উদ্দেশে, দৈত্যরাজ,
করি গো নিক্ষেপ বৈশ্বানরে।
ব্রাহ্মণ আমরা পুরাতন,—
অতি পুরাতন ব্রহ্মাণ্ডের
কোন আদি কাল হতে আছি ;
দেখি নাই, কোথা বিষ্ণু সেই ;
তোমারেই, ওহে দৈত্যরাজ,

কায়মনোবাক্যে নিরন্তর
জবা বিল্বদল গঙ্গাজলে
পূজিতেছি ব্রাহ্মণ-নন্দন।
ব্রাহ্মণ আমরা—হে সম্রাট্
সর্ব্বশক্তিমান,—তুমি বিনা
কারো নাহি জানি ; পিতৃদ্রোহী
পুত্র তব, না করে স্বীকার
তোমা' বিশ্বের সম্রাট বলি'।
কত মন্ত্র-তন্ত্র-তাড়নায়
নারিলাম বুঝাইতে, হায়,
কয়াধুনন্দনে, দৈত্যরাজ
অদ্বিতীয় বিশ্বের সম্রাট।

৬, ফাল্গুন, ১৩১৬।

হরিভক্ত।

নিভিল, নিভিল, হায়, ব্রহ্মবীর্য্য তেজ,
নোয়ায় ব্রাহ্মণ শির দৈত্যপদতলে,
কাঁপিল ত্রৈলোক্য ত্রাসে দৈত্যের দাপটে!
সুরাসুর, চন্দ্র-সূর্য্য, নক্ষত্র-মণ্ডল,
মহাত্রাসে মহাশূন্যে করে টলমল!
টলিল না হরিভক্ত বালকের হিয়া!
ব্রহ্মাণ্ডের মূল হরি করিয়া আশ্রয়,
নির্ভীক বালকবীর কহিতে লাগিল,—
"দৈত্যপতি! হরিভক্তে কি দেখাও ভয়!
ভীষণ হইতে হরি অতীব ভীষণ!
ভয়ঙ্কর হতে হরি আরো ভয়ঙ্কর!
বিশ্বের সম্রাট হরি পরম ঈশ্বর।
স্রষ্টা পাতা ধাতা হরি তোমার আমার,
পরম পিতায়, পিত, কর নমস্কার।"
জ্বলিল দৈত্যের ক্রোধ মহা-ভয়ঙ্কর,
নাশিতে বালকে চেষ্টা করে নানা মত।

কভু তীক্ষ্ণ প্রহরণ, কভু হলাহল,
কভু অভিচার, কৃত্যা, অনিল, অনল,
কভু বা আসুরী মায়া, করিল বিস্তার ;
ব্রহ্মাণ্ড টলিল ত্রাসে ; চন্দ্র-সূর্য্য-তারা
অসুরের পদতলে খসিয়া পড়িল।
টলে না প্রহ্লাদ-তবু, না নোয়ায় শির,
বিশ্বের সম্রাট বলি, দৈত্যপদতলে ;
তবু না ভুলিল, শিশু, মধু হরি নাম।
হরিভক্ত বালকের তেজে, মিশাইল
দৈত্যতেজ-খদ্যোতিকা প্রায় ; অকস্মাৎ
উজ্জ্বল স্ফটিক-স্তম্ভ করিয়া বিদার,
ভক্তির বিজয়কেতু প্রহ্লাদের তরে,
নর-হরিরূপ হরি করিলা প্রকাশ।

১৩ ফাল্গুন, ১৩১৬।

দ্বৈত্যবনে পাণ্ডব।

ছলনায় পরাজিত দুর্জ্জয় পাণ্ডব
রাষ্ট্র-কোষ-দণ্ড-দুর্গ-রাজ্য পরিহরি
বনবাসে করিল প্রস্থান অচিরাৎ।
সাথে কৃষ্ণা রাজলক্ষ্মী চলিল কাঁদিয়া;
সুরপুরী পরিহরি যেনরে অমর,
বৃত্রভয়ে ব্যোম-গর্ভে হইল বিলীন।
কাঁদিলা প্রকৃতিপুঞ্জ; ব্রাহ্মণমণ্ডলী
পরিহরি কৌরবের দুষ্ট অধিকার
একে একে দ্বৈতবনে করিল প্রবেশ;
বেদনাদে পরিপূর্ণ হইল কানন!
ঋক্-যজু-সাম গানে সদা মুখরিত,
পাণ্ডবের পূত-বনাশ্রম, ব্রহ্মগীতে—
ছন্দে ছন্দে, কত পুণ্যবন্দনায় যেন
উঠিল হাসিয়া। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মিলি'
মহারণ্যে মহারাষ্ট্র করিল স্থাপন।

দাবানল সম, মুহুর্মুহু জ্বলিতে লাগিল
ক্ষাত্রতেজ ব্রাহ্মণের বেদবন্দনায়।
ব্রহ্মতেজ-পূত-শিখাস্পর্শে, শিঞ্জিনীর
দ্রুত আস্ফালনে, কত হাসিলা তড়িৎ,
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া শূন্যে ঘুরিতে লাগিল ;
শূন্যে শূন্যে প্রতিধ্বনি কহিতে লাগিল,
রাজ্য-লাভ, কিম্বা, বনবাস,—পাণ্ডবের
উভয় সমান !!

২৭, ফাল্গুন, ১৩১৬

মৃত্যুভয়

কেন মৃত্যুভয়ে, রে মন আমার,
প্রতিপদক্ষেপে সঙ্কুচিত হও ?
মরিবে, এ ভয়ে, মর বারবার,
বেঁচে থাকা, সেও মরণ তোমার,
কেন জনমিলে, কেন বা মরিবে
না বুঝে, না ভেবে, কর হাহাকার ?
বিষয়ের লোভে সব ভুলে যাও,
বিষয় না পেলে বালকের প্রায়,
ভবঘুরে হয়ে কাদিয়া বেড়াও।
বিষেতে কেবল দেহ নষ্ট হয় ;
বিষয়ের বিষ অতীব দুর্জ্জয়,
বারম্বার জন্মমৃত্যু সঙ্ঘটায়।
জনম, মরণ, বিধির নিয়ম,
দিন দিন জীব যায় যমালয়।

কাল-সাগরেতে বুদ্বুদের প্রায়,
যেই ফুটে উঠে, সেই মিশে যায়,
জীবের জীবন মায়ানীলিমায়।
কত জন্ম-মৃত্যু তেমতি তোমার,
হয়ে গেছে, হবে আরো কতবার!
কিসে ভবরোগ হবে নিরাময়,
সেই চিন্তা মন কর বার বার!
সুদীর্ঘ সংসার কবে হবে ক্ষয়,
কবে ষড়রিপু হ'বে পরাজয়,
পলাইবে দূরে দুর্জ্জয় শমন,
মৃত্যু-মুখে পাবে অমৃত আঘ্রাণ?

১১, চৈত্র, ১৩১৬

আকাশ

চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারাভরা
দীপ্তিময়, রে মূক আকাশ,
পরিপূর্ণ শান্ত নীলিমায় !
জগতের পরপারে যেন,
জীবনের জ্যোতির্ম্ময় পথ,
নক্ষত্রের স্তরে স্তরে বাঁধা।
শুভক্ষণে প্রশান্ত মুহূর্ত্তে—
যবে মানবের দৃষ্টিপথে
হইলে প্রকাশ, বসুধার
চারি ধারে পড়িল ঢলিয়া
নীলিমার প্রেমামৃত ধারা,
ছিন্ন করি চির নীরবতা,
কত ছন্দে ছন্দে ব্যোমগর্ভে
উঠিল বাজিয়া শঙ্খ দেবতার—
স্নিগ্ধ মন্দ্রধ্বনি মহানাদ ;

সেই দিন পিতামহ মোর
এই পুণ্য পাদপীঠোপরি,
হইয়া উদ্‌গ্রীব, শুনেছিল,
বিরাটের মঙ্গল আহ্বান।
কত দিন পরে তা'র, ওগো,
আজ আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে,
তব নীল চন্দ্রাতপতলে ;
যুগপৎ সহস্র নয়ন-মেলি
দেখিতেছ মোরে-কোথা যাই ?
যুগপৎ দেখিতেছি, দেব,
সহস্র নয়ন তব, ধরে ফেলে,
মোরে পলাতক ; চক্ষুষ্মান
হে মহান ! হে দেবাদিদেব !
বিরাটের প্রশান্ত ললাট !
রত্নগর্ভ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল।
কভু রূপ, ভাষা হয়ে কভু,
ফুটে উঠ নীল নীলিমায়।

আমার অজ্ঞাতসারে কত
গাহিয়াছ গান.; দেখায়েছ
রাশি রাশি রূপ ; দেখি নাই
আঁখি মেলি, করিনি শ্রবণ !
বিশ্বের এ কোলাহলে, প্রভো,
সুগভীর স্বার্থ অন্ধকারে
ছিলাম ডুবিয়া এত কাল।
তড়িতের চকিত খেলায়
দেখায়েছ রূপ যদি তব,
অশনির গম্ভীর নির্ঘোষে
যদি ডাকিয়াছ মোরে, দেব,
এসো, শম্ভো, এস, অবতরি
এই পুণ্যপাদ পীঠে, প্রভো,
হৃদয়ে আমার ; তুলিয়াছি
পূজিবারে চরণ কমল,
পূতগন্ধ স্নিগ্ধ সচন্দন
জবা বিল্বদল গঙ্গাজল।

১৮, চৈত্র, ১৩১৬

মূক

স্তব্ধ মূক বধির পাষাণ,
ভাষাহীন পিণ্ডীভূত জড়,
কি রহস্য রেখেছ ঢাকিয়ে—
স্থূল দৃঢ় আবরণ তলে ?
কতযুগ, কত যুগান্তর,
কত ঋতু, কত মাস দিন,
পদচিহ্ন রেখে গেছে হেথা ;
কত জয়-পরাজয়-গাথা
আছ বক্ষে করিয়া ধারণ ;
কতকাল নিস্পন্দ নির্ব্বাক—
কি রহস্য, হে মৌনীতাপস,
জড়নিম্নে করিছ দর্শন ?
নিস্তব্ধ নীরব বসুন্ধরা,
চন্দ্র সূর্য্য কোটী গ্রহতারা
ধ্যানমগ্ন তোমারই সাথে
নির্ব্বিকল্প সমাধি সাগরে ।

জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল ঊর্দ্ধে, ওই,
হেসে যায়, কথা নাহি কয়!
নিম্নে বসুন্ধরা, শত শত
পদাঘাতে, মাথা নাহি তুলে.!
হে বৃক্ষরূপিন্, রুদ্রদেব,
মোক্ষদ্বারে, হে দেব-প্রহরি !
জড়-বিজড়িত-অঙ্গ, স্থূল,
স্পন্দহীন নিস্তব্ধতাপস,
স্থির নেত্রে করিছ দর্শন
স্থাবর জঙ্গম চরাচর,
সহস্র উদয়, অস্তাচল,
মানবের উত্থান-পতন,
জন্মমৃত্যু সহস্র বিপ্লব।
ধ্রুবসাক্ষী যুগযুগান্তের,
কি উদ্দেশ্যে করিছ বহন,
বিশ্বের এ জটিল বারতা ?
কোন উচ্চধর্ম্মঅধিকারে,
জানাইবে, দেব, মানবের
অত্যাচার অবিচার কথা ?

লুব্ধ-মুগ্ধ অস্থির জনতা—
অবহেলে দলিয়া দুর্ব্বলে
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় পুরাইতে
আপনার রাক্ষসী-লালসা।
পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি
কৃপাণের মুখে দেয় শির।
স্বার্থপর নির্দ্দয় মানব
চাহে না চাহে না ফিরে, হায়,
দুর্ব্বলেরে, করিতে উদ্ধার!
হা অদৃষ্ট! রে বধির জীব!
সাজিয়াছ মূক! ভুলে গেছ
মুক্তিমন্ত্র সারা জীবনের।
অন্ধ দু'নয়ন; আছে যাহা
শুধু তাহা পোড়ায়ে মারিতে,
দেখাইতে মরণের পথ।

২৫, চৈত্র, ১৩১৬